কেবলমাত্র সরকারি কাজে ব্যবহার্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটে মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তাগণের জন্য নির্দেশনা

মূল্য সংযোজন কর অনুবিভাগ
তারিখঃ ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১৩ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৬.০০৪.১৯/১৮৬; তারিখঃ ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১৩ জুন,২০১৯খ্রিঃ

বিষয়ঃ <u>২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটে আনীত পরিবর্তনের ফলে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিষয়ে করণীয় সংক্রান্ত নির্দেশনা</u>।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক ও উচ্চ প্রবৃদ্ধিমুখী অর্থনীতি এবং মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে বর্তমান সরকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে নানামুখী উন্নয়ন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সুষম উন্নয়নবান্ধব, পরিবেশ-বান্ধব এবং গণমুখী ও অংশগ্রহণমূলক রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার তার মধ্যে অন্যতম। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১-২০১২ অর্থবছরের বাজেটে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর পরিবর্তে আধুনিক, প্রবৃদ্ধি সঞ্চারী ও ভোক্তা স্বার্থ-বান্ধব 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' নামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত আইনের আওতায় 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬' ইতোমধ্যে জারি করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইনটি মহান জাতীয় সংসদে পাশ হওয়ার পর প্রায় ৭ বছর ইতোমধ্যে অতিবাহিত হওয়ায় ব্যবসার স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতির অগ্রগতি এবং আধুনিক business process এর সাথে 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' এর সুসমন্বয় অত্যাবশ্যক। সে কারণে আইনটির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চাহিদা বিবেচনায় ও সর্বোপরি বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াসে প্রস্তাবিত বাজেটে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সংস্কারের মাধ্যমে ভ্যাট ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, সহজীকরণ ও সুসংহত করার জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটে প্রয়োজনীয় কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে। এছাড়া, ১৯৯১ সালের ভ্যাট আইনের আওতায় জারিকৃত মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক সংক্রান্ত সকল প্রজ্ঞাপন বাতিলপূর্বক নতুন প্রজ্ঞাপন/আদেশ জারি করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেটে গৃহীত কার্যক্রমসমূহের উল্লেখযোগ্য অংশ নিম্নরূপ:

০২। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর উল্লেখযোগ্য সংশোধনী নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	ধারা	বিষয়বস্তু	নির্দেশনা/করণীয়
১.	ধারা ২ এর দফা (১৯)	উপকরণ করের সংজ্ঞাকে সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে নিম্নরূপে আইনের ধারা ২ এর দফা (১৯) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে- "(১৯) "উপকরণ কর" (input tax) অর্থ কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক উপকরণ হিসাবে আমদানিকৃত পণ্য বা সেবার বিপরীতে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর (আগাম কর ব্যতীত) এবং স্থানীয় উৎস হইতে পণ্য বা সেবা বা স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর;"	করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত উপকরণ কর ব্যতীত অন্য কোন শুল্ক বা কর রেয়াত প্রাপ্য হবে না।

ক্রমিক নং	ধারা	বিষয়বস্তু	নির্দেশনা/করণীয়
২.	ধারা ২ এর দফা (২১)	মূল্য সংযোজন করের আওতা বৃদ্ধি ও রাজস্ব আহরণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আইনের ২ এর দফা (২১) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে- "(২১) "উৎসে কর কর্তনকারী সত্তা" অর্থ— (ক) কোন সরকারি সত্তা; (খ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বা সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান; (গ) কোন ব্যাংক, বীমা কোম্পানী বা অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান; (ঘ) কোন মাধ্যমিকোত্তর (post secondary) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; (ঙ) কোন লিমিটেড কোম্পানী; বা (চ) ১ (এক) কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠান;"	● আইনের ধারা ২ এর দফা (৯৩) তে সরকারি সত্তার সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। উৎসে কর কর্তনকারী সত্তায় সরকারি সত্তার পাশাপাশি অন্যান্য সত্তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ● উৎসে কর্তন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। সেখানে উৎসে কর্তনকারী সত্তা ও উৎসে আদায় সংক্রান্ত সকল দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
৩.	ধারা ২ এর দফা (৩২)	মৌলিক কোন পরিবর্তন না করে আইনের ভাষাকে সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল করার লক্ষ্যে নিম্নরূপে আইনের ধারা ২ এর দফা (৩২) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। "(৩২) "করযোগ্য সরবরাহ" অর্থ কোন অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরবরাহ ব্যতীত যে কোন সরবরাহ;"	আইনের ধারা ২৬ অনুযায়ী প্রথম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত পণ্য ও সেবা ব্যতীত সকল পণ্য ও সেবা করযোগ্য।
৪.	ধারা ২ এর দফা (৪৮)	ভ্যাট অব্যাহতির বিদ্যমান সীমা ৩০ লক্ষ টাকা হতে বৃদ্ধিপূর্বক ৫০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। দফা (৪৮) এ উল্লিখিত "৩০ (ত্রিশ)" সংখ্যা, শব্দ ও প্রথম বন্ধনীর পরিবর্তে "৫০ (পঞ্চাশ)" সংখ্যা, শব্দ ও প্রথম বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।	৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা হতে ৩ (তিন) কোটি টাকা পর্যন্ত বার্ষিক টার্নওভারধারী প্রতিষ্ঠান টার্নওভার করের সুবিধা ভোগ করবে এবং ৪(চার) শতাংশ হারে এ কর প্রদান করবে। ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার নিম্নে বার্ষিক টার্নওভারভুক্ত পণ্য ও সেবা মূসক বা টার্নওভার কর অব্যাহতি ভোগ করবে।
৫.	ধারা ২ এর দফা	ধারা ২ এর দফা (৩৭) এর পরিবর্তে দফা (৩৭) প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।	কেন্দ্রীয় ইউনিট এর সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করা

ক্রমিক নং	ধারা	বিষয়বস্তু	নির্দেশনা/করণীয়
	(৩৭)		হয়েছে।
৬.	ধারা ২ এর দফা (৫৭)	নিবন্ধনসীমা ৩ (তিন) কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। দফা (৫৭) তে উল্লিখিত "৮০ (আশি)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৩ (তিন) কোটি" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।	যে সব প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভার ৩ (তিন) কোটি টাকা বা তার বেশি তারা নিবন্ধন গ্রহণ করবে এবং প্রযোজ্য হারে মূসক বা সুনির্দিষ্ট কর প্রদান করবে।
৭.	ধারা ২ এর দফা (৯৭)	বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রস্তাবের আলোকে 'সহযোগী'র সংজ্ঞাটি অধিকতর যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে সংশোধন করা হয়েছে।	সহযোগীর তালিকা থেকে "ব্যক্তির কোন আত্মীয়" কে বাদ দেয়া হয়েছে।
৮.	ধারা ২ এর দফা (৯৭ক)	ধারা ২ এর দফা ৯৭ এর পর নিম্নরূপ নতুন দফা (৯৭ক) সন্নিবেশিত হয়েছে- "(৯৭ক) "সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা" অর্থ এইরূপ যে কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা যিনি এই আইনের অধীন কতিপয় দায়িত্ব পালনের জন্য বোর্ডের নিকট হইতে বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন;"	আইনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।
৯.	ধারা ৪	মূসকের আওতা বৃদ্ধি এবং নিবন্ধনের ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে আইনের ধারা ৪ নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে- **"৪। মূসক নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি।—** (১) নিম্নবর্ণিত প্রত্যেক ব্যক্তি কোন মাসের প্রথম দিন হইতে মূসক নিবন্ধনযোগ্য হইবেন, যথা: (ক) যে ব্যক্তির টার্নওভার উক্ত মাসের পূর্ববর্তী মাসের শেষে সমাপ্ত ১২ (বার) মাস সময়ে নিবন্ধনসীমা অতিক্রম করে; বা (খ) যে ব্যক্তির প্রাক্কলিত টার্নওভার উক্ত মাসের পূর্ববর্তী মাসের প্রারম্ভ হইতে পরবর্তী ১২ (বার) মাস সময়ে নিবন্ধনসীমা অতিক্রম করে। (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে টার্নওভার নির্বিশেষে মূসক নিবন্ধিত হইতে হইবে, যিনি- (ক) বাংলাদেশে সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহ, প্রস্তুত বা আমদানি করেন; (খ) কোন টেন্ডারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বা কোন	কোন মাসের প্রথমদিন, পূর্ববর্তী ১২ (বার) মাসের টার্নওভারের সমষ্টি নিবন্ধনসীমা অতিক্রম করলে ঐদিন হতে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া, টার্নওভার নির্বিশেষে নিম্নবর্ণিত সরবরাহকারী নিবন্ধিত হবেন- (ক) সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য বা সেবা সরবরাহ, প্রস্তুত বা আমদানিকারক; (খ) টেন্ডারে বা চুক্তি বা কার্যাদেশের বিপরীতে পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহকারী; (গ) আমদানি-রপ্তানি

ক্রমিক নং	ধারা	বিষয়বস্তু	নির্দেশনা/করণীয়
		চুক্তি বা কার্যাদেশের বিপরীতে পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ করেন; (গ) কোন আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় নিয়োজিত; (ঘ) উৎসে মূসক কর্তনকারী সত্তা হিসাবে এই আইনের অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত; (ঙ) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কোন নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় বা কোন নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবা সরবরাহ, প্রস্তুত বা আমদানি সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নিয়োজিত।”	ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি; (ঘ) উৎসে মূসক কর্তনকারী সত্তা।
১০.	ধারা ৫	বর্তমানে অভিন্ন পণ্য বা সমজাতীয় পণ্য সরবরাহ বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে একাধিক ভৌগলিক স্থানে কারখানা কিংবা ব্যবসায়স্থল থাকলে প্রতিটি স্থানের জন্য পৃথক মূসক নিবন্ধন গ্রহণ করতে হয়। এতে ব্যবসায় ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে, মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় নিরীক্ষা কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করতে আইনের ধারা ৫ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে- **“৫। নিবন্ধন।—** (১) যদি কোন ব্যক্তি দুই বা ততোধিক স্থান হইতে অভিন্ন অথবা সমজাতীয় পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সকল হিসাব-নিকাশ ও রেকর্ডপত্র কেন্দ্রীয় ইউনিটে সংরক্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণের উক্ত ঠিকানায় একটি মূসক নিবন্ধন গ্রহণ করিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন ব্যক্তি দুই বা ততোধিক স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন পণ্য বা সেবা সরবরাহ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন তাহা হইলে তাহাকে প্রতিটি স্থানের জন্য পৃথক নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে। (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিবন্ধিত ব্যক্তির কেন্দ্রীয় এক ইউনিট হইতে অপর ইউনিটে পণ্য বা সেবার আদান-প্রদান বা চলাচল সরবরাহ বলিয়া গণ্য হইবে না এবং ফলশ্রুতিতে উৎপাদ কর দায় বা উপকরণ কর রেয়াত উদ্ভূত হইবে না।”	• দুই বা ততোধিক স্থান হতে অভিন্ন অথবা সমজাতীয় পণ্য বা সেবা বা উভয়ই সরবরাহ করলে কেন্দ্রীয় নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে। এতদভিন্ন, সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে। • কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত ব্যক্তির এক ইউনিট থেকে অন্য ইউনিটে পণ্য চলাচল মূসকযোগ্য নয়।
১১.	ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৭)	বর্তমানে অনেক প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন অনলাইনে নিবন্ধন গ্রহণ করলেও বাস্তবে/সরেজমিনে কোন কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে না বিধায় ভ্যাট আহরণ ও তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে নানান রকম জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। এ অবস্থা হতে উত্তরণের	নিবন্ধন প্রদানের পর প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা, অস্তিত্ব ও কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক

ক্রমিক নং	ধারা	বিষয়বস্তু	নির্দেশনা/করণীয়
		লক্ষ্যে ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৬) এর পর নতুন উপ-ধারা (৭) সংযোজন করা হয়েছে- "(৭) কোন ব্যক্তি অনলাইনে নিবন্ধন গ্রহণ করিবার পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা - (ক) নিবন্ধনের আবেদনে উল্লিখিত ব্যক্তির ঠিকানা, অস্তিত্ব ও কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক অন্যান্য তথ্যাদি যাচাই করিবেন; (খ) যাচাইয়ান্তে ব্যক্তির ঠিকানা বা অস্তিত্ব পাওয়া না গেলে কিংবা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি অসত্য প্রমাণিত হইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তির নিবন্ধন বাতিলের জন্য কমিশনারের নিকট সুপারিশ করিবেন; এবং (গ) কমিশনার এইরূপ সুপারিশ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিয়া, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বকেয়া কর আদায়পূর্বক নিবন্ধন বাতিল ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।"	কমিশনারের নিকট প্রতিবেদন প্রদান করবেন। মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করে নিবন্ধন গ্রহণ করে কোন রাজস্ব ফাঁকি প্রদান করলে কমিশনার তা আদায়পূর্বক নিবন্ধন বাতিল করতে পারবেন।
১২.	ধারা ১৪	রাজস্ব আদায় কার্যক্রম সহজ করার লক্ষ্যে তথ্যের প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ধারা ১৪ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।	নিবন্ধিত ব্যক্তির যেকোনো তথ্যের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।
১৩.	ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৩)	২০১২ সনের আইনে একাধিক হার প্রচলন করার লক্ষ্যে আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপনকরা হয়েছে- "(৩) করযোগ্য সরবরাহ বা করযোগ্য আমদানির ক্ষেত্রে মূসক হার হইবে ১৫ শতাংশ: তবে, শর্ত থাকে যে, সরকার জনস্বার্থে তৃতীয় তফসিলে সুনির্দিষ্টকৃত যে কোন পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত মূসকের হার কিংবা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ কর নির্ধারণ করিতে পারিবে।"	• আমদানি পর্যায়ে মূসকের হার ১৫ (পনের) শতাংশ। • স্থানীয় পর্যায়ে তৃতীয় তফসিলে নির্ধারিত পণ্য ও সেবার ওপর ৫ (পাঁচ) শতাংশ, ৭.৫ (সাড়ে সাত) শতাংশ ও ১০ (দশ) শতাংশ হারে মূসক এবং কতিপয় পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা হয়েছে-যেক্ষেত্রে রেয়াত প্রযোজ্য নয়। এতদভিন্ন, স্থানীয়

ক্রমিক নং	ধারা	বিষয়বস্তু	নির্দেশনা/করণীয়
			পর্যায়ের সকল পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে ১৫ (পনের) শতাংশ হারে মূসক প্রযোজ্য-যেক্ষেত্রে রেয়াত প্রযোজ্য। ● ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক হার হবে ৫ (পাঁচ) শতাংশ। ● সুনির্দিষ্ট কর মূসক এর অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে।
১৪.	ধারা ২৮	ধারা ২৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৮ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে- **"২৮। করযোগ্য আমদানির মূসক আরোপযোগ্য ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ।—**কোন করযোগ্য আমদানির ক্ষেত্রে মূসক আরোপের ভিত্তিমূল্য হইবে নিম্নবর্ণিত পরিমাণের সমষ্টি, যথা:— (ক) কাস্টমস আইনের অধীন আমদানি শুল্ক আরোপের উদ্দেশ্যে ধার্যকৃত পণ্য মূল্যের পরিমাণ; এবং (খ) পণ্য আমদানির উপর প্রদেয়, যদি থাকে, আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক এবং অন্যান্য শুল্ক ও কর (আগাম কর এবং অগ্রিম আয়কর ব্যতীত)।"	আমদানির ক্ষেত্রে মূসক আরোপযোগ্য মূল্যকে অধিকতর স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে।
১৫.	ধারা ৩১	মূসকের আওতা বৃদ্ধিকল্পে ও ধারাটিকে অধিকতর প্রায়োগিক করার লক্ষ্যে নিম্নরূপে ধারা ৩১ প্রতিস্থাপন করা যায়। যথা: **"৩১। আমদানিকালে আগাম কর পরিশোধ ও সমন্বয়।—** (১) প্রত্যেক নিবন্ধিত বা নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি আমদানিকৃত পণ্যের সরবরাহের উপর প্রদেয় মূসক উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত হারে আগাম পরিশোধ করিবেন। (২) করযোগ্য আমদানির উপর মূসক যে সময় ও পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই একই সময় ও পদ্ধতিতে করযোগ্য আমদানির মূসক আরোপযোগ্য ভিত্তিমূল্যের উপর ৫ (পাঁচ) শতাংশ হারে আগাম কর প্রদেয় হইবে। (৩) প্রত্যেক নিবন্ধিত আমদানিকারক যিনি আগাম কর পরিশোধ করিয়াছেন তিনি নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদের মূসক দাখিলপত্রে	● নিবন্ধিত, তালিকাভুক্ত বা অনিবন্ধিত সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর আগাম কর আমদানি পর্যায়ে আদায়যোগ্য হবে। আগাম কর মূসকযোগ্য মূল্যের উপর ৫ (পাঁচ) শতাংশ হার প্রয়োগ করে হিসাব করতে হবে। ● আগাম কর হিসাবে পরিশোধিত অর্থ হ্রাসকারী সমন্বয়যোগ্য।

ক্রমিক নং	ধারা	বিষয়বস্তু	নির্দেশনা/করণীয়
		পরিশোধিত আগাম করের সমপরিমাণ অর্থ হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবেন। (৪) যে ব্যক্তি আগাম কর পরিশোধ করিয়াছেন কিন্তু নিবন্ধিত নহেন তিনি নির্ধারিত পদ্ধতিতে আগাম কর ফেরত প্রদানের নিমিত্ত কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। (৫) কমিশনার আবেদন প্রাপ্তির পর নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা নিষ্পত্তি করিবেন।”	
১৬.	ধারা ৩২	কার্যকর নিরীক্ষা ও করদায়িতা নিরূপণের লক্ষ্যে নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-output coefficient) ঘোষণা দাখিলসহ মূল্য নিরূপণ করার বিধান সংযোজন করা হয়েছে- **“৩২। করযোগ্য সরবরাহের মূল্য নির্ধারণ।—** (১) এই ধারার বিধান সাপেক্ষে, করযোগ্য কোন সরবরাহের পণ হইতে উক্ত পণের কর-ভগ্নাংশের সমপরিমাণ অর্থ বিয়োগ করিয়া যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই হইবে সরবরাহ মূল্য। (২) আমদানিকৃত সেবার করযোগ্য সরবরাহের মূল্য হইবে উপ-ধারা (১) দ্বারা নির্ধারিত মূল্য বা সরবরাহকারী এবং সরবরাহগ্রহীতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হইলে উক্ত সেবার নির্ধারিত ন্যায্য বাজার মূল্য। (৩) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক তাহার সহযোগীর নিকট সরবরাহকৃত করযোগ্য সরবরাহের মূল্য হইবে উক্ত সরবরাহের ন্যায্য বাজার মূল্য হইতে উহার কর-ভগ্নাংশ বিয়োজিত মূল্য, যদি— (ক) উক্ত সরবরাহ পণবিহীন হয় বা উহার পণ ন্যায্য বাজার মূল্য অপেক্ষা কম হয়; এবং (খ) উক্ত সহযোগী এইরূপ সরবরাহের নিমিত্তে উদ্ভূত সমুদয় উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের অধিকারী না হন। (৪) অন্যবিধভাবে নির্ধারিত না থাকিলে পণবিহীন করযোগ্য সরবরাহের মূল্য হইবে উক্ত সরবরাহের ন্যায্য বাজার মূল্য হইতে উহার কর-ভগ্নাংশ বিয়োজিত মূল্য। (৫) নিবন্ধিত ও তালিকাভুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient) দাখিল করিতে হইবে।”	• করযোগ্য ন্যায্য বাজার মূল্যে মূসক অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ মূল্য হতে কর-ভগ্নাংশের সমপরিমাণ মূসক বিয়োগ করলে সরবরাহ মূল্য পাওয়া যাবে। • করযোগ্য সরবরাহের মূল্য নিরূপিত হবে ন্যায্য বাজার মূল্য তত্ত্বের মাধ্যমে। এতদসংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। • পণ্য উৎপাদনের পূর্বে উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা প্রদান করতে হবে। সহগ অনুমোদনের কোন বিধান রাখা হয়নি।

ক্রমিক নং	ধারা	বিষয়বস্তু	নির্দেশনা/করণীয়
১৭.	ধারা ৩২ক	নতুন আইন প্রবর্তনের ফলে প্রায়োগিক নানা বিষয়ে জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে সেবার সংজ্ঞা প্রদানের আইনী সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে- **"৩২ক। বোর্ড কর্তৃক ব্যাখ্যা প্রদান।**– বোর্ড এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা করযোগ্য যে কোন সেবার পরিধি নির্ধারণের লক্ষ্যে কিংবা অন্য যে কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিবে।"	সেবার পরিধি নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সেবার সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে।
১৮.	ধারা ৪৬	ভ্যাট ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রেয়াত, যা করদাতার আইনী অধিকার। এ অধিকার নিশ্চিত করতে এবং রেয়াত গ্রহণ সহজ ও সুনির্দিষ্ট করার জন্য আইনে সংশোধনী আনা হয়েছে- **"৪৬। উপকরণ কর রেয়াত।**—(১) এই আইনে ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি অর্থনৈতিক কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় করযোগ্য সরবরাহের উপর উৎপাদ করের বিপরীতে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত, পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন, যথা:- (ক) যদি করযোগ্য সরবরাহের মূল্য ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা অতিক্রম করে এবং উক্ত সরবরাহের পণ ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতিরেকে পরিশোধ করা হয়; (খ) যদি আমদানিকৃত সেবার সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে দাখিলপত্রে উক্ত সেবা সরবরাহের উপর প্রদেয় উৎপাদ কর প্রদর্শন না করেন; (গ) যে কর মেয়াদে উপকরণ কর পরিশোধ করা হয়, সেই কর মেয়াদে বা তৎপরবর্তী দুইটি কর মেয়াদের মধ্যে যদি উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ না করেন; (ঘ) অন্যের অধিকারে, দখলে বা তত্ত্বাবধানে রক্ষিত পণ্য বা সেবার বিপরীতে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর; (ঙ) যদি কোন পণ্য বা সেবা বিধি দ্বারা নির্ধারিত ক্রয় হিসাব পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত না করা হয়; (চ) যদি কর চালানপত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের নাম, ঠিকানা ও নিবন্ধন নম্বর উল্লেখ না থাকে; (ছ) আমদানিকারকের নিকট হইতে সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে আমদানিকারক কর্তৃক ইস্যুকৃত কর চালানপত্রে আমদানি চালান সংশ্লিষ্ট বিল অব এন্ট্রি	উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ সহজ ও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	ধারা	বিষয়বস্তু	নির্দেশনা/করণীয়
		নম্বর উল্লেখ না থাকিলে এবং কর চালান পত্রে বর্ণিত পণ্যের বর্ণনার সহিত আমদানি বিল অব এন্ট্রিতে বর্ণিত পণ্যের বর্ণনার মিল না থাকিলে; (জ) ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে খালাসকৃত উপকরণ বা পণ্যের ক্ষেত্রে, যে কারণে উক্তরূপ ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি না হইলে, উক্ত ব্যাংক গ্যারান্টি অংশের সহিত সংশ্লিষ্ট উপকরণ কর ; (ঝ) অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনে বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত পণ্য বা সেবার উপর পরিশোধিত উপকরণ কর; (ঞ) টার্নওভার করের আওতায় পরিশোধিত টার্নওভার কর; (ট) পণ্য উৎপাদনে বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত পণ্য বা সেবার উপর পরিশোধিত সম্পূরক শুল্ক; (ঠ) মূসকের হার ১৫ শতাংশের নিম্নে কিংবা সুনির্দিষ্ট কর আরোপিত রহিয়াছে এমন নির্দিষ্টকৃত কোন পণ্য বা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ক্রীত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর; (ড) উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient) এ ঘোষিত নেই এমন উপকরণ বা পণ্যের বিপরীতে পরিশোধিত উপকরণ কর। (২) কোন অর্জন বা আমদানির বিপরীতে পরিশোধিত উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে না, যদি— (ক) উক্ত অর্জন বা আমদানি যাত্রী যানবাহন সংক্রান্ত হয় বা উহার খুচরা যন্ত্রাংশ বা উক্ত যানবাহনের মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ সেবার উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে, যানবাহনের ব্যবসা করা, ভাড়া খাটানো বা পরিবহন সেবা প্রদান উক্ত ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হইলে এবং যানবাহনটি উক্ত উদ্দেশ্যে অর্জিত হইলে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে; (খ) উক্ত অর্জন বা আমদানি চিত্তবিনোদন সংক্রান্ত বা চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়; তবে, বিনোদন প্রদান উক্ত ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট হইলে এবং বিনোদনটি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় প্রদান করা হইলে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাইবে;	

ক্রমিক নং	ধারা	বিষয়বস্তু	নির্দেশনা/করণীয়
		(গ) উক্ত অর্জন ক্রীড়া বিষয়ক, সামাজিক বা বিনোদনমূলক ক্লাব, সংঘ বা সমিতিতে কোন ব্যক্তির সদস্যপদ বা প্রবেশাধিকার সম্পর্কিত হয়; (ঘ) উক্ত অর্জন পরিবহন সেবা সংক্রান্ত হয়। (৩) নিবন্ধিত ব্যক্তিকে দাখিলপত্র পেশকালে উপকরণ কর রেয়াত দাবির সমর্থনে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দখলে রাখিতে হইবে, যথা:— (ক) আমদানির ক্ষেত্রে, আমদানিকারকের নাম, ঠিকানা এবং ব্যবসা সনাক্তকরণ নম্বর সম্বলিত বিল অব এন্ট্রি (Bill of Entry); (খ) সরবরাহের ক্ষেত্রে, সরবরাহকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত কর চালানপত্র; (গ) উৎসে কর কর্তনকারী সত্তার ক্ষেত্রে, সরবরাহকারী কর্তৃক ইস্যুকৃত সমন্বিত কর চালানপত্র এবং উৎসে কর কর্তন সনদপত্র।”	
১৯.	ধারা ৮৬	সকল পর্যায়ে মামলাজট কমানোর লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের মূসক কর্মকর্তাগণের ন্যায় নির্ণয় সীমা বৃদ্ধি করে সংশ্লিষ্ট ধারাটি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে-	কর্মকর্তাদের ন্যায়নির্ণয় করার সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২০.	ধারা ৯০ এর উপ-ধারা (৫)	রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে বকেয়া কর দাবীর সর্বোচ্চ সময়সীমা ৩ বৎসর নির্ধারণ করা হয়েছে- “(৫) ধারা ৭৩ এ যাহা কিছুই উল্লেখ থাকুক না কেন, শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কমিশনার কর মেয়াদ সমাপ্তির ৩ (তিন) বৎসরের অধিককাল পরের কোন কর মেয়াদের জন্য কোন বকেয়া কর দাবি করিতে পারিবেন না।”	শুধুমাত্র রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৩ (তিন) বৎসর সময়সীমার এ বিধান প্রযোজ্য হবে।
২১.	ধারা ৯৫ এর উপ-ধারা (১ক)	বকেয়া আদায় কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রতিটি কমিশনারেটে ন্যূনতম ডেপুটি কমিশনার পদ মর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে “বকেয়া আদায় কর্মকর্তা (Debt Recovery Officer-DRO)” হিসেবে নিয়োগ করার বিধান রেখে আইনী সংশোধন করা হয়েছে-	বকেয়া আদায় কর্মকর্তার দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে আদায় কার্যক্রমকে গতিশীল করার বিধান করা হয়েছে।
২২.	ধারা ১২৭ এর উপ-ধারা (১)	সুদ গণনার ক্ষেত্রে তারিখ নির্ধাণের দিক-নির্দেশনা প্রদান করে আইনে সংশোধনী আনা হয়েছে- (ক) উপ-ধারা (১) এর প্রান্তঃস্থিত দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ এবং ব্যাখ্যা সংযোজিত হইবে, যথা:- “তবে শর্ত থাকে যে, উৎসে মূসক কর্তনজনিত	সকল ক্ষেত্রে অনাদায়ী রাজস্বের ২ (দুই) শতাংশ হারে সুদ আদায়যোগ্য হবে। শুধুমাত্র উৎসে মূসক কর্তনজনিত বকেয়া আদায়ের ক্ষেত্রে প্রদেয়

ক্রমিক নং	ধারা	বিষয়বস্তু	নির্দেশনা/করণীয়
		বকেয়া আদায়ের ক্ষেত্রে প্রদেয় করের পরিমাণের উপর ষান্মাসিক ২ (দুই) শতাংশ সরলহারে সুদ পরিশোধ করিতে হইবে। ব্যাখ্যা: এই উপ-ধারায়, "পরিশোধের দিন পর্যন্ত" অর্থ নির্ধারিত তারিখের পরবর্তী দিন হইতে আপীল নিষ্পন্নাধীন সময়সহ পরিশোধের দিন।"	করের পরিমাণের উপর ষান্মাসিক ২ (দুই) শতাংশ সরলহারে সুদ আদায়যোগ্য হবে।
২৩.	আইনের প্রথম তফসিল	নতুন প্রথম তফসিল প্রণয়ন করা হয়েছে।	আইনে অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য ও সেবাকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রথম তফসিল প্রণয়ন করা হয়েছে।
২৪.	আইনের দ্বিতীয় তফসিল	নতুন দ্বিতীয় তফসিল প্রণয়ন করা হয়েছে।	আইনে সম্পূরক শুল্ক আরোপিত পণ্য ও সেবাকে দ্বিতীয় তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
২৫.	আইনের তৃতীয় তফসিল	নতুন তৃতীয় তফসিল প্রণয়ন করা হয়েছে।	করহারভিত্তিক পণ্য ও সেবাকে নির্দিষ্ট করে তৃতীয় তফসিল প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য এসব ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত প্রযোজ্য নয়।
২৬.	২(৩৭)	কেন্দ্রীয় ইউনিটের সংজ্ঞাটি স্পষ্ট, অধিকতর প্রয়োগযোগ্য ও ব্যবসাবান্ধব করার লক্ষ্যে নিম্নরূপে আইনের ধারা ২ এর দফা (৩৭) প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে। যথা: "(৩৭) "কেন্দ্রীয় ইউনিট" অর্থ অভিন্ন অথবা সমজাতীয় পণ্য বা যে কোনো সেবা বা উভয়ই সরবরাহ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সকল হিসাব-নিকাশ ও রেকর্ডপত্র যেখানে কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত ও সংরক্ষিত হয়; "	পরিবর্তিত সংজ্ঞা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় নিবন্ধনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
২৭.	২(৬২)	বিভিন্ন প্রকল্প সম্পাদনের লক্ষ্যে ঋণ বা দান হিসাবে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা যেন দেশেই রাখা যায় এবং দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে উক্ত প্রকল্পসমূহে বিদেশী প্রতিযোগীদের সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং একইসাথে রপ্তানি সুবিধা যাতে অপব্যবহার করতে না পারে সে লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন রপ্তানির কার্যক্রম কিভাবে সম্পাদিত হবে তা সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। সে	বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ না করলে আইনের ধারা ২(৬২) অনুযায়ী প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বলে গণ্য হবে না। ফলে প্রত্যর্পণ বা সমন্বয় প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

ক্রমিক নং	ধারা	বিষয়বস্তু	নির্দেশনা/করণীয়
		কারণে নিম্নরূপে আইনের ধারা ২ এর দফা (৬২) নিম্নরূপ সংশোধন করা যেতে পারে। যথা: (১) আইনের ধারা ২ এর দফা ৬২ এর উপ-দফা (খ) এ উল্লিখিত "বিনিময়ে" শব্দটির পরে "নির্ধারিত পদ্ধতিতে" শব্দগুলি সংযোজিত হইবে। (২) আইনের ধারা ২ এর দফা ৬২ এর উপ-দফা (গ) এ উল্লিখিত "বিনিময়ে" শব্দটির পরে "নির্ধারিত পদ্ধতিতে" শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।	

- **উল্লিখিত ধারাসমূহ ছাড়াও ধারা ২(৮), ২(১০), ২(১৪), ২(২৩), ২(৩৫), ২(৩৬), ২(৩৮), ২(৫৯), ২(৬১), ২(৬২), ২(৬৪), ২(৭০), ২(৮৩), ২(৮৪), ২(৮৫), ২(৯৫), ২(১০১) এবং ধারা ৬, ৮, ১০, ১১, ১৬, ১৭, ২০, ২৩, ২৪, ২৭, ৩৩, ৩৫, ৪৯, ৫১, ৫৭, ৫৯, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৮, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৮, ৮৯ক, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৫, ১০৭, ১১১, ১১৪, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৫, ১২৬ ইত্যাদি ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্তন ও প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। [অর্থ আইন, ২০১৯ দ্রষ্টব্য]।**

০৩। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর উল্লিখিত সংশোধনীসমূহ সন্নিবেশপূর্বক একটি প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং-১৭১-আইন/২০১৯/২৮-মূসক; তারিখঃ ১৩ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ জারি করা হয়েছে-

(ক) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর নিম্নবর্ণিত বিধিসমূহ সংশোধন/সংযোজন/প্রতিস্থাপন করা হয়েছে:

ক্র/ নং	বিধি	বিষয়বস্তু	নির্দেশনা/ করণীয়
১.	বিধি (টট)	মূসক কর্মকর্তাদের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য অধিকতর সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে বিধি ২ এর দফা (ট) এর পর নিম্নরূপ দফা (টট) সংযোজিত হইবে। যথা: "(টট) "বিভাগীয় কর্মকর্তা" অর্থ মূল্য সংযোজন কর বিভাগীয় কার্যালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় কর্মকর্তার যে কোন কার্য সম্পাদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মূল্য সংযোজন কর বৃহৎ করদাতা ইউনিট এর সহকারী কমিশনার পদের নিম্নে নহেন এমন পদমর্যাদার কোন কর্মকর্তা;"	বিভাগীয় কর্মকর্তার সংজ্ঞা আইনে সন্নিবেশ করা হয়েছে।
২.	বিধি-১৮ক	আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর প্রতিযোগী করে বিদেশী অংশগ্রহণকারীদের সমান সুযোগ সৃষ্টি করা এবং বাংলাদেশে অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার রক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নতুন বিধি-১৮ক সংযোজন করা হয়েছে- **"১৮ক। আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক**	• এতে দেশীয় প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক টেন্ডারে অধিক প্রতিযোগী হবে। • বিদেশী প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক দরপত্রে

ক্র/ নং	বিধি	বিষয়বস্তু	নির্দেশনা/ করণীয়
		মুদ্রায় পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান।— (১) আন্তর্জাতিক দরপত্রের বিপরীতে কার্যাদেশপ্রাপ্ত বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত ঋণপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো পণ্য সরবরাহ বা সেবা প্রদান করা হইলে, নিম্নবর্ণিত দলিলাদি বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট দাখিল সাপেক্ষে, উহা আইনের ধারা ২ এর দফা (৬২) এর অধীন প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:- (ক) আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত পণ্য সরবরাহকারী বা সেবা প্রদানকারীকে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, সরবরাহ আদেশ বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ক্রয়াদেশের অনুলিপি; (খ) স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত পণ্য বা সেবার নাম, পরিমাণ, পরিশোধিত অর্থ, ইত্যাদির বিবরণ; (গ) পণ্য বা সেবার উপর পরিশোধিত উপকরণ কর ও সম্পূরক শুল্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণের জন্য পিআরসি (Proceed Realization Certificate) এর অনুলিপি। (২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক আন্তর্জাতিক দরপত্রে কার্যাদেশপ্রাপ্ত বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যাদেশভুক্ত কার্যক্রমের আংশিক সম্পাদনের নিমিত্ত বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত ঋণপত্রের বিপরীতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পণ্য বা সেবা সরবরাহ করা হইলে, বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট নিম্নবর্ণিত দলিলাদি দাখিল সাপেক্ষে উহা আইনের ধারা ২ এর দফা (৬২) এর অধীন প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বলিয়া গণ্য হইবে, যথা:- (ক) আন্তর্জাতিক দরপত্রে কার্যাদেশপ্রাপ্ত বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, সরবরাহ আদেশ, বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ক্রয়াদেশের তৎকর্তৃক সত্যায়িত অনুলিপি; (খ) আন্তর্জাতিক দরপত্রের অধীন স্থানীয়ভাবে সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবার নাম, পরিমাণ, পরিশোধিত অর্থ, স্থানীয় ও আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত শুল্ক-করের পরিমাণ, ইত্যাদির বিবরণ; (গ) স্থানীয় বা আমদানি পর্যায়ে পণ্য বা সেবার উপর পরিশোধিত উপকরণ কর ও সম্পূরক শুল্ক	কার্যাদেশ প্রাপ্ত হলে ঐ কার্যাদেশের আংশিক বাংলাদেশে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে সম্পাদন করলে তাও প্রচ্ছন্ন রপ্তানি হিসাবে বিবেচিত হবে। এতে দেশে আরো বেশী বৈদেশিক মুদ্রা প্রত্যাবাসিত হবে। ● বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ ব্যতিরেকে কোন সরবরাহ আইনের ধারা-২ এর দফা (৬২) অনুযায়ী প্রচ্ছন্ন রপ্তানি হিসাবে গণ্য হবে না।

ক্র/ নং	বিধি	বিষয়বস্তু	নির্দেশনা/ করণীয়
		(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণের জন্য পিআরসি (Proceed Realization Certificate) এর অনুলিপি।"	
৩.	বিধি- ৪০ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ক),(খ),(খখ) ও (গ)	হিসাবরক্ষণ মূসক ব্যবস্থার সবচেয়ে জরুরী কার্যক্রম। তাই করদাতার তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে অধিকতর সুনির্দিষ্ট ও সহজ করতে বিধি- ৪০ এর উপ-বিধি (১) সংশোধন করা হয়েছে- "(ক) ক্রয় হিসাব পুস্তক।– নিবন্ধিত ব্যক্তি তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সকল ক্রয়ের হিসাব ফরম "মূসক-৬.১" এ সংরক্ষণ করিবেন; (খ) বিক্রয় হিসাব পুস্তক।– নিবন্ধিত ব্যক্তি তাহার অর্থনৈতিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সকল বিক্রয়ের হিসাব ফরম "মূসক-৬.২" এ সংরক্ষণ করিবেন; (খখ) ক্রয়-বিক্রয় হিসাব।– যদি নিবন্ধিত ব্যক্তি যে সকল পণ্য ক্রয় করেন উক্তরূপ পণ্য কোনোরূপ প্রক্রিয়াকরণ ব্যতিরেকে উহা সরবরাহ করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হিসাব "মূসক-৬.২.১" এ সংরক্ষণ করিবেন; (গ) কর চালানপত্র।– নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক চালানপত্র জারি করিতে হইবে, যথা: (অ) প্রতিটি সরবরাহের বিপরীতে ফরম "মূসক ৬.৩" এ একটি কর চালানপত্র; (আ) চালানপত্র প্রদানের প্রকৃত তারিখ ও সময়; (ই) সরবরাহকারীর নাম, ঠিকানা ও ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা; (ঈ) সরবরাহমূল্য ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার) টাকার অধিক হইলে ক্রেতার নাম, ঠিকানা ও ব্যবসা সনাক্তকরণ সংখ্যা; (উ) সরবরাহকৃত পণ্যের বর্ণনা, পরিমাণ, সরবরাহ প্রদানের প্রকৃত তারিখ ও সময়; (ঊ) সরবরাহ মূল্য (মূসক ব্যতিত); (ঋ) সরবরাহের উপর প্রযোজ্য মূসক হার; (এ) প্রদেয় মূসকের পরিমাণ; (ঐ) সরবরাহ মূল্য এবং প্রদেয় মূসকের যোগফল; (ও) অর্থবৎসর ভিত্তিক সংখ্যানুক্রমিক কর চালানপত্র; (ঔ) নিবন্ধিত ব্যক্তি একাধিক স্থান হইতে সরবরাহ প্রদান করিলে প্রতিটি স্থানের জন্য নাম, ঠিকানা ও চালানপত্র নম্বর উল্লেখপূর্বক পৃথক সংখ্যানুক্রমিক কর	হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত সকল দলিলাদি সংরক্ষণ করতে করদাতাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং দলিলাদি পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

ক্র/ নং	বিধি	বিষয়বস্তু	নির্দেশনা/ করণীয়
		চালানপত্র; (অঅ) মূল চালানপত্রটি ক্রেতাকে প্রদান করিতে হইবে এবং অনুলিপি নিবন্ধিত ব্যক্তি সংরক্ষণ করিবেন এইরূপ ন্যূনতম ২(দুই) প্রস্থে কর চালানপত্র; (আআ) উৎসে কর্তনযোগ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে করচালানপত্রই সমন্বিত কর চালানপত্র ও উৎসে কর কর্তনের সনদপত্র; (ইই) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যেকোন তথ্য।”	

- উল্লিখিত বিধিগুলি ছাড়াও বিধি ৩, ৪, ৫, ৬, ১৬, ১৯, ২১, ৬২, ৬৬, ৬৬ক এ প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্তন ও প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। [প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং.../আইন/২০১৯/.../মূসক তারিখ: ১৩ জুন, ২০১৯ খ্রি:]।

(খ) সফটওয়্যারের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যেমূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর অধীন সংশোধিত বা প্রতিস্থাপিত বা বাতিলকৃত ফরমসমূহ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	মূসক ফরম	প্রস্তাবিত সংশোধন	ফরমের বিষয়
১.	ফরম “মূসক-২.১”	ফরম মূসক-২.১ এর পরিবর্তে ফরম মূসক-২.১ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।	ফরমটি মূসক নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির আবেদন সংক্রান্ত।
২.	ফরম “মূসক-২.২”	ফরম মূসক ২.২ বাতিল করা হয়েছে।	শাখা নিবন্ধনের আবশ্যকতা না থাকায় বিলোপের প্রস্তাব করা হয়েছে।
৩.	ফরম “মূসক-২.৩”	ফরম মূসক-২.৩ এর পরিবর্তে ফরম মূসক-২.৩ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।	ফরমটি মূসক নিবন্ধন বা তালিকাভুক্তির সনদ।
৪.	ফরম “মূসক-৪.৩”	ফরম মূসক-৪.২ এর পর নতুন ফরম মূসক-৪.৩ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।	উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient) ঘোষণা ফরম
৫.	ফরম “মূসক-৬.১”	ফরম মূসক-৬.১ এর পরিবর্তে ফরম মূসক-৬.১ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।	নিবন্ধিত বা তালিকাভূক্ত ব্যক্তির ক্রয় হিসাব পুস্তক
৬.	ফরম “মূসক-৬.২”	ফরম মূসক-৬.২ ফরম মূসক-৬.২ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।	নিবন্ধিত বা তালিকাভূক্ত ব্যক্তির বিক্রয় হিসাব পুস্তক
৭.	ফরম	ফরম মূসক-৬.২ এর পর নতুন ফরম মূসক-৬.২.১	নিবন্ধিত ব্যবসায়ীর ক্রয়-

	"মূসক-৬.২.১"	সন্নিবেশ করা হয়েছে।	বিক্রয় হিসাব পুস্তক
৮.	ফরম "মূসক-৬.৫"	ফরম মূসক-৬.৫ নতুন ফরম মূসক-৬.৫ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।	কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের এক শাখা হতে অন্য শাখায় পণ্য স্থানান্তরের চালানপত্র
৯.	ফরম "মূসক-৬.১০"	ফরম মূসক-৬.১০ এর পরিবর্তে নতুন ফরম মূসক-৬.১০ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।	২ (দুই) লক্ষ টাকার অধিক মূল্যমানের ক্রয়-বিক্রয় চালানপত্র ফরম
১০.	ফরম "মূসক-৯.১"	ফরম "মূসক- ৯.১" এর পরিবর্তে ফরম "মূসক-৯.১" প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।	মূল্য সংযোজন কর দাখিলপত্র
১১.	ফরম "মূসক-৯.২"	ফরম "মূসক- ৯.২" এর পরিবর্তে ফরম "মূসক-৯.২" প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।	টার্নওভার কর দাখিলপত্র

০৪। অব্যাহতি সংক্রান্ত প্রস্তাবঃ মূসকের আওতাবৃদ্ধি, অব্যাহতির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে সংকোচন, মূল্যস্ফীতি, স্থানীয় শিল্পের বিকাশ ও প্রতিরক্ষণসহ রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা পূরণের বিষয় বিবেচনায় নিয়ে অব্যাহতি প্রদান ও প্রত্যাহার সংক্রান্ত নিম্নরূপ প্রস্তাব করা হয়েছে, যথা:-

মূসক অব্যাহতি প্রদানঃ

ক্রমিক নং	পণ্যের এইচএস কোড/সেবার কোড	পণ্যের নাম	যে পর্যায়ে অব্যাহতি
(১)	১৯০৫.১০.০০ ১৯০৫.২০.০০ ১৯০৫.৩১.০০ ১৯০৫.৯০.০০	পাউরুটি ও বনরুটি, হাতে তৈরী বিস্কুট ও কেক এ বিদ্যমান অব্যাহতি প্রতি কেজি ১০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৫০ টাকা মূল্যমান পর্যন্ত	উৎপাদন/সরবরাহ পর্যায়ে
(২)	৮৪.৩২ ও ৮৪.৩৩ সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড	কৃষি যন্ত্রপাতি, যথা: পাওয়ার রিপার, পাওয়ার টিলার অপারেটেড সিডার, কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার, লো-লিফ্ট পাম্প, রোটারি টিলার	উৎপাদন/সরবরাহ পর্যায়ে
(৩)	এস০৭৪.০০	নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসার শো-রুমের ভাড়া	সেবা পর্যায়ে

মূসক অব্যাহতি প্রত্যাহার/আরোপঃ

ক্রমিক নং	পণ্যের এইচএস কোড/সেবার কোড	পণ্যের নাম	যে পর্যায়ে আরোপ
(১)	১৫.০৭, ১৫.১৮ ১৫.১১, ১৫.১৮ ১৫.১৭ সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড	পরিশোধিত সয়াবিন তেল, পরিশোধিত পাম ওয়েল ও ভেজিটেবল ওয়েল	উৎপাদন/সরবরাহ ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে

(২)	১৫১৪.১১.০০ ১৫১৪.১৯.০০	সরিষার তৈল	আমদানি ও উৎপাদন/সরবরাহ পর্যায়ে
(৩)	৩৯.২৪ সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড	টিফিন বক্স ও পানির বোতল ব্যতীত প্লাস্টিকের তৈরী তৈজসপত্র	উৎপাদন/সরবরাহ পর্যায়ে
(৪)	৭৬.১৫ সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড	অ্যালুমিনিয়াম ও অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি কিচেন বা অন্যান্য গৃহস্থালী তৈজষপত্র, সেনিটারী ওয়্যার এবং যন্ত্রাংশ	উৎপাদন/সরবরাহ পর্যায়ে
(৫)	৮৫১৭.৬১.০০ ৮৫১৭.৬২.১০ ৮৫১৭.৬২.২০	টেলিকম যন্ত্রপাতি	আমদানি পর্যায়ে
(৬)	এস০২৯.০০	জ্যোতিষবিদ/জ্যোতিষী ও ঘটকালী প্রতিষ্ঠান (ম্যারেজ মিডিয়া)	সেবা/সরবরাহ পর্যায়ে
(৭)	এস০৪৩.০০	টেলিভিশন ও অনলাইন সম্প্রচার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সরবরাহকারী	সেবা/সরবরাহ পর্যায়ে

সম্পূরক শুল্ক হার বৃদ্ধি/আরোপঃ

ক্রমিক নং	পণ্যের এইচএস কোড/সেবার কোড	পণ্যের নাম	বিদ্যমান হার	প্রস্তাবিত হার
(১)	২১.০৫ সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড	আইসক্রিম	০	৫%
(২)	এস০৫৮.০০	হেলিকপ্টার সেবা	২০%	২৫%
(৩)	এস০৪৪.০০	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গাড়ীর (যাত্রীবাহী বাস, পণ্যবাহী ট্রাক ও লরী, এ্যাম্বুলেন্স ও স্কুলবাস ব্যতীত) রেজিস্ট্রেশন, রুট পারমিট, ফিটনেস সনদ, মালিকানা সনদ ইত্যাদি গ্রহণ ও নবায়ন সংক্রান্ত সেবা প্রদানের বিপরীতে গৃহীত সেবামূল্যের (চার্জ বা ফি)	০	১০%
(৪)	এস০১২.১০	মোবাইল ফোনের সিম/রিম কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা	৫%	১০%

০৫। আইনের তৃতীয় তফসিলে কতিপয় ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা হয়েছে, যা নিম্নের টেবিলদ্বয়ে উল্লেখ করা হলোঃ

টেবিল-১

(মূসক আরোপযোগ্য পণ্য)

শিরনামা সংখ্যা (Heading No)	**সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S code)**	**পণ্য সামগ্রীর বিবরণ**	**সুনির্দিষ্ট করের পরিমাণ**
(১)	**(২)**	**(৩)**	**(৪)**
৪৮.০১	সংশ্লিষ্ট এইচ.এস. কোড	নিউজপ্রিণ্ট	১৬০০ টাকা (প্রতি মে:টন)
৬৯.০৪	সংশ্লিষ্ট এইচ.এস. কোড	(ক) যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত তৈরি সাধারণ ইট (নন্-রিফ্রেকটরী বিল্ডিং ব্রিকস), ফেসিং এ ব্যবহৃত ইট ব্যতীত	৪৫০ টাকা (প্রতি হাজারে)
		(খ) যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বা যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি সাধারণ ইট (নন্-রিফ্রেকটরী বিল্ডিং ব্রিকস), ফেসিং এ ব্যবহৃত ইট ব্যতীত	৫০০ টাকা (প্রতি হাজারে)
		(গ) যন্ত্রের সাহায্যে বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৈরি ইটঃ **প্রথম গ্রেড** (১) তিন ছিদ্র বিশিষ্ট ইট (২) দশ ছিদ্র বিশিষ্ট ইট (৩) সতের ছিদ্র বিশিষ্ট ইট (৪) মালটি কোরড ইট	৭০০ টাকা (প্রতি হাজারে)
		দ্বিতীয় গ্রেড (১) তিন ছিদ্র বিশিষ্ট ইট (২) দশ ছিদ্র বিশিষ্ট ইট (৩) সতের ছিদ্র বিশিষ্ট ইট	৭০০ টাকা (প্রতি হাজারে)
		(ঘ) ব্রিকস চিপস	৭০০ টাকা (প্রতি ১০০ সিএফটি)
		(ঙ) মিকাড ব্যাটস	৫০০ টাকা (প্রতি ১০০ সিএফটি)
৭২.১৩ হইতে ৭২.১৬	সকল এইচএস কোড	এম, এস প্রোডাক্ট (ক) আমদানি/স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত রি-রোলেবল স্ক্র্যাপ হইতে প্রস্তুতকৃত এম.এস. পণ্য	২০০০ টাকা (প্রতি মে: টন)
		(খ) আমদানিকৃত/স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত মেলটেবল স্ক্র্যাপ হইতে প্রস্তুতকৃত সকল প্রকার বিলেট ও ইনগট	২০০০ টাকা (প্রতি মে: টন)
		(গ) বিলেট/ ইনগট হইতে প্রস্তুতকৃত এম.এস. পণ্য	২০০০ টাকা

			(প্রতি মে: টন)
		(ঘ) গর্দা/মেলটেবল স্ক্র্যাপ হইতে প্রস্তুতকৃত ইনগট/ বিলেট এবং ইনগট/বিলেট হইতে প্রস্তুতকৃত এম.এস. পণ্য	২০০০ টাকা (প্রতি মে: টন)

বি:দ্র: উল্লিখিত ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত প্রযোজ্য হবে না।

টেবিল-২
(মূসক আরোপযোগ্য সেবা)

শিরনামা সংখ্যা	সেবার কোড	সেবার নাম	মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)
S০১২	S০১২.২০	সিম কার্ড সরবরাহকারী	২০০ টাকা (প্রতি সিম কার্ড)

০৬। স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে সকল পণ্যের সরবরাহের ক্ষেত্রে মূসক হার হবে ৫ শতাংশ। তবে, ঔষধ ও পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক হার হবে যথাক্রমে ২.৪ শতাংশ এবং ২ শতাংশ। এতদব্যতীত, ভূমি উন্নয়ন সংস্থার ক্ষেত্রে মূসকের হার হবে ৩ শতাংশ ও ভবন বিক্রয় বা হস্তান্তরে নিয়োজিত ভবন নির্মান সংস্থার ক্ষেত্রে মূসকের হার হবে যথাক্রমে ১-১৬০০ বর্গফুটের জন্য ২ শতাংশ, ১৬০১ বর্গফুট হইতে তদুর্ধ্ব সাইজের ক্ষেত্রে ৪.৫ শতাংশ এবং যে কোন সাইজের পুন:রেজিষ্ট্রেশনের ক্ষেত্রে ২ শতাংশ।

০৭। তামাক ও তামাকজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকের ব্যবহার হ্রাস করে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তামাকজাত পণ্যের উপর নিম্নরূপ হারে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি-

(ক) সিগারেট এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণপূর্বক মূসক ও সম্পূরক শুল্ক নিম্নরুপে নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে:

বিদ্যমান মূল্যস্তর (১০ শলাকার জন্য) টাকা	বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক হার	প্রস্তাবিত মূল্য (১০ শলাকার জন্য) টাকা	প্রস্তাবিত সম্পূরক শুল্ক হার
৩৫ টাকা ও তদূর্দ্ধ	৫৫%	৩৭ টাকা ও তদূর্দ্ধ	৫৫%
৪৮ টাকা ও তদূর্দ্ধ	৬৫%	৬৩ টাকা ও তদূর্দ্ধ	৬৫%
৭৫ টাকা ও তদূর্দ্ধ	৬৫%	৯৩ টাকা ও তদূর্দ্ধ	৬৫%
১০৫ টাকা ও তদূর্দ্ধ	৬৫%	১২৩ টাকা ও তদূর্দ্ধ	৬৫%

(খ) বিড়ির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণপূর্বক মূসক ও সম্পূরক শুল্ক নিম্নরুপে নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে:

বিড়ির ধরন	শলাকা (প্রতি প্যাকেট)	বিদ্যমান মূল্য (ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্কসহ	প্রস্তাবিত মূল্য (ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্কসহ	বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক হার	প্রস্তাবিত সম্পূরক শুল্ক হার
যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত হাতে তৈরি বিড়ি (ফিল্টার বিযুক্ত)	৮ শলাকা	৪.০০ টাকা	৪.৪৮ টাকা	৩০%	৩৫%
	১২ শলাকা	৬.০০ টাকা	৬.৭২ টাকা	৩০%	৩৫%
	২৫ শলাকা	১২.৫০ টাকা	১৪.০০ টাকা	৩০%	৩৫%
যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত হাতে তৈরি বিড়ি (ফিল্টার সংযুক্ত)	১০ শলাকা	৭.৫০ টাকা	৮.৫০ টাকা	৩৫%	৪০%
	২০ শলাকা	১৫.০০ টাকা	১৭.০০ টাকা	৩৫%	৪০%

(গ) **জর্দা ও গুলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণপূর্বক মূসক ও সম্পূরক শুল্ক নিম্নরুপে নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে:**

পণ্যের নাম	একক	মূল্য	সম্পূরক শুল্ক হার
জর্দা	প্রতি দশ গ্রাম	৩০ টাকা	৫০%
গুল	প্রতি দশ গ্রাম	১৫ টাকা	৫০%

(ঘ) এছাড়াও অন্যান্য কতিপয় পণ্য/সেবার উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে, তা নিম্নের টেবিলে বিধৃত হলোঃ

ক্রমিক	বিষয়	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত সম্পূরক শুল্কের হার
১.	আইসক্রিম	০	৫%
২.	হেলিকপ্টার সেবা	২০	২৫%
৩.	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গাড়ীর (যাত্রীবাহী বাস, পণ্যবাহী ট্রাক ও লরী, এ্যাম্বুলেন্স ও স্কুলবাস ব্যতীত) রেজিস্ট্রেশন, রুট পারমিট, ফিটনেস সনদ, মালিকানা সনদ ইত্যাদি গ্রহণ ও নবায়ন সংক্রান্ত সেবা	০	১০%
৪.	মোবাইল ফোনের সিম/রিম কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা	৫	১০%

০৮। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ০৩(তিন) টি নতুন সেবাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

(ক) "জ্যোতিষী" অর্থ কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, যিনি বা যাহারা পণের বিনিময়ে ভাগ্য গণনা বা ভবিষ্যৎ বর্ণনা করিয়া থাকেন এবং এইরূপ উদ্দেশ্যে কোনো প্রকার ধাতু, পাথর বা ধাতব পদার্থ দ্বারা তৈরি কোন অলংকার বা পরিধেয় বিতরণ, বিক্রি বা অন্য যে কোনো পণ্য বা সেবা সরবরাহ করেন।

(খ) "ম্যারেজ মিডিয়া" অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যিনি বা যাহারা পণের বিনিময়ে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনসহ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে সহযোগিতা প্রদান করিয়া থাকেন।

(গ) **"**টেলিভিশন ও অনলাইন সম্প্রচার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সরবরাহকারী" অর্থ টেলিভিশন ও অনলাইন সম্প্রচার মাধ্যমে প্রচারের উদ্দেশ্যে তৈরিকৃত বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, মিউজিক ভিডিও, প্রামাণ্যচিত্র, নাটক, টেলিফিল্ম, শর্ট ফিল্ম, টকশো, কিংবা অনুরূপ যে কোনো অনুষ্ঠান সরবরাহ যাহা সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নির্মিত হউক বা না হউক।

(ঘ) "বিআরটিএ প্রদত্ত সেবা" অর্থ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গাড়ীর রেজিস্ট্রেশন, রুট পারমিট, ফিটনেস সনদ, মালিকানা সনদ ইত্যাদি গ্রহণ ও নবায়ন সংক্রান্ত সেবা।

০৯। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ও মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর আওতায় প্রণীত সকল প্রজ্ঞাপন ও আদেশ বাতিলপূর্বক মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ও মূল্য সংযোজন ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর আওতায় প্রণীত প্রজ্ঞাপন ও আদেশ জারি করা হয়েছে, তার তালিকাঃ

(ক) প্রজ্ঞাপনসমূহের তালিকাঃ

(১) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৬৮-আইন/ ২০১৯/২৫-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.২০১৯ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর কার্যকারিতা প্রদান করা হয়েছে;

(২) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৬৯-আইন/ ২০১৯/২৬-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.২০১৯ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর কার্যকারিতা প্রদান করা হয়েছে;

(৩) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৭০-আইন/ ২০১৯/২৭-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.২০১৯ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ও মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর অধীন জারিকৃত সকল প্রজ্ঞাপন ও আদেশ ১ জুলাই ২০১৯ থেকে বাতিল করা হয়েছে;

(৪) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৭১-আইন/ ২০১৯/২৮-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.২০১৯ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর কতিপয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে;

(৫) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৭২-আইন/ ২০১৯/২৯-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে আমদানি, আমদানি ও উৎপাদন, উৎপাদন, সেবা ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে বর্তমানের ন্যায় অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

(৬) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৭৩-আইন/ ২০১৯/৩০-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে এয়ারকন্ডিশনার শিল্পের কতিপয় পণ্যে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

(৭) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৭৪-আইন/ ২০১৯/৩১-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার শিল্পের কতিপয় পণ্যে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

(৮) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৭৫-আইন/ ২০১৯/৩২-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে মোটর সাইকেল শিল্পের কতিপয় পণ্যে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

(৯) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৭৬-আইন/ ২০১৯/৩৩-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে অটোমোবাইলস **শিল্পের কতিপয় পণ্যে অব্যাহতি** প্রদান করা হয়েছে;

(১০) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৭৭-আইন/ ২০১৯/৩৪-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে মোবাইল ফোন **শিল্পের কতিপয় পণ্যে অব্যাহতি** প্রদান করা হয়েছে;

(১১) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৭৮-আইন/ ২০১৯/৩৫-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে Active Pharmaceutical Ingredients (API) শিল্পের কতিপয় পণ্যে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

(১২) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৭৯-আইন/ ২০১৯/৩৬-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে পলিস্টাইরিন স্টেপল ফাইবার শিল্পের কতিপয় পণ্যে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

(১৩) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৮০-আইন/ ২০১৯/৩৭-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণের জন্য ন্যায্য বাজার বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে;

(১৪) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৮১-আইন/ ২০১৯/৩৮-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে সিগারেটের প্যাকেটে ব্যান্ডরোল ব্যবহারের দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;

(১৫) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৮২-আইন/ ২০১৯/৩৯-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে বিড়ির প্যাকেটে ব্যান্ডরোল ব্যবহারের দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;

(১৬) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৮৩-আইন/ ২০১৯/৪০-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে কমিশনারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;

(১৭) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৮৪-আইন/ ২০১৯/৪১-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে মূসক কর্মকর্তাদের নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;

(১৮) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৮৫-আইন/ ২০১৯/৪২-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে কতিপয় পণ্যের সর্বোচ্চ খুচরামূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে;

(১৯) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৮৬-আইন/ ২০১৯/৪৩-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে সেবার পরিধি ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন এ জ্যোতিষী, ম্যারেজ মিডিয়া, টেলিভিশন ও অনলাইনে অনুষ্ঠান সরবরাহকারী এ ৩টি সেবার সংজ্ঞা নতুন যুক্ত করা হয়েছে;

(২০) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৮৭-আইন/ ২০১৯/৪৪-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে উৎসে কর্তনের দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;

(২১) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৮৮-আইন/ ২০১৯/৪৫-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কতিপয় সেবার ক্ষেত্রে মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

(২২) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৮৯-আইন/ ২০১৯/৪৬-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে রপ্তানিমুখী শিল্পে ব্যবহারের কতিপয় সেবায় মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

(২৩) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৯০-আইন/ ২০১৯/৪৭-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের কতিপয় সেবায় মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

(২৪) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৯১-আইন/ ২০১৯/৪৮-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে হাই-টেক পার্ক এ শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে কতিপয় সেবার অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

(২৫) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৯২-আইন/ ২০১৯/৪৯-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানাগারে ব্যবহৃত পণ্যে আমদানি পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

(২৬) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৯৩-আইন/ ২০১৯/৫০-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে নৌবাহিনীর কর্মকর্তাদের সিগারেট সরবরাহের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

(২৭) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৯৪-আইন/ ২০১৯/৫১-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে কোস্ট গার্ড কর্মকর্তাদের সিগারেট সরবরাহের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

(২৮) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৯৫-আইন/ ২০১৯/৫২-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে মৌসুমী ইটভাটা সংক্রান্ত বিধিমালা জারি করা হয়েছে;

(২৯) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৯৬-আইন/ ২০১৯/৫৩-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে চা বাগান হতে চা অপসারণ (বিশেষ) বিধিমালা জারি করা হয়েছে;

(৩০) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৯৭-আইন/ ২০১৯/৫৪-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে রাবার বাগান হতে রাবার অপসারণ (বিশেষ) বিধিমালা জারি করা হয়েছে;

(৩১) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৯৮-আইন/ ২০১৯/৫৫-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে ভবন নির্মাণ সংস্থা ও ভূমি উন্নয়ন সংস্থার কর পরিশোধ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে;

(৩২) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-১৯৯-আইন/ ২০১৯/৫৬-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে বিদেশি শিল্পী সহযোগে বিনোদনমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন (নিবন্ধন ও শুল্কায়ন) বিধিমালা জারি করা হয়েছে;

(৩৩) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-২০০-আইন/ ২০১৯/৫৭-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড থেকে অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর আদায় সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা জারি করা হয়েছে;

(৩৪) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-২০১-আইন/ ২০১৯/৫৮-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক ও টার্নওভার করের (পুরস্কার মঞ্জুরী) বিধিমালা জারি করা হয়েছে;

(৩৫) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-২০২-আইন/ ২০১৯/৫৯-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর-পরামর্শক (লাইসেন্স) বিধিমালা জারি করা হয়েছে;

(৩৬) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-২০৩-আইন/ ২০১৯/৬০-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে দূতাবাস ও কূটনীতিবিদ এবং জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের সেবার মূসক অব্যাহতি করা হয়েছে;

(৩৭) প্রজ্ঞাপন এসআরও নং-২০৪-আইন/ ২০১৯/৬১-মূসক তারিখঃ১৩.০৬.১৯খ্রি: এর মাধ্যমে বিদেশি মিশনসমূহের জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতি করা হয়েছে।

(খ) আদেশসমূহের তালিকাঃ

(১) আদেশ নং-০৩/মূসক/২০১৯ তারিখ: ১৩ জুন, ২০১৯ এর মাধ্যমে পুরাতন আইন হতে নতুন আইন কার্যকরকালীন করণীয় বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;

(২) আদেশ নং-০৪/মূসক/২০১৯ তারিখ: ১৩ জুন, ২০১৯ এর মাধ্যমে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মূসক) এর গঠন, মূসক কর্মকর্তা নিয়োগ ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ সম্পর্কিত নীতিমালা জারি করা হয়েছে;

(৩) আদেশ নং-০৫/মূসক/২০১৯ তারিখ: ১৩ জুন, ২০১৯ এর মাধ্যমে সিগারেটের মূল্যস্তর ভেদে স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল ব্যবহার সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে;
(৪) আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৯ তারিখ: ১৩ জুন, ২০১৯ এর মাধ্যমে বিড়ির উপর আরোপিত কর আদায়ের দিক-নির্দেশনা সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে;
(৫) আদেশ নং-০৭/মূসক/২০১৯ তারিখ: ১৩ জুন, ২০১৯ এর মাধ্যমে বিড়ি ব্যান্ডরোল সংগ্রহের পদ্ধতি সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে;
(৬) আদেশ নং-০৮/মূসক/২০১৯ তারিখ: ১৩ জুন, ২০১৯ এর মাধ্যমে সফটওয়্যার ব্যবহার সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে;
(৭) আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১৯ তারিখ: ১৩ জুন, ২০১৯ এর মাধ্যমে ইএফডি ব্যবহার সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে;
(৮) আদেশ নং-১০/মূসক/২০১৯ তারিখ: ১৩ জুন, ২০১৯ এর মাধ্যমে সমুদ্রগামী জাহাজ এর অব্যাহতি সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে;
(৯) আদেশ নং-১১/মূসক/২০১৯ তারিখ: ১৩ জুন, ২০১৯ এর মাধ্যমে পিপিপি প্রকল্পে বিভিন্ন সেবার অব্যাহতি সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে;
(১০) আদেশ নং-১২/মূসক/২০১৯ তারিখ: ১৩ জুন, ২০১৯ এর মাধ্যমে রুপপুর পাওয়ার প্লান্ট এ বিভিন্ন সেবার অব্যাহতি সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে।

০৯। মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় এর বাজেট বক্তৃতা, অর্থ বিল, ২০১৯ এবং বর্ণিত নতুন প্রজ্ঞাপন ও আদেশসমূহ এ নির্দেশনার সাথে প্রেরণ করা হলো। অর্থ বিল, ২০১৯ এ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর সম্পর্কিত অংশ এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর সংশোধনী এবং বাজেট সম্পর্কিত উপরি-উক্ত প্রজ্ঞাপন ও আদেশসমূহের আলোকে যথাযথ সরকারি রাজস্ব আহরণের স্বার্থে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো। একইসাথে, এ সকল বিষয়ে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি, অসংগতি বা বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনুভূত হলে তা জরুরি ভিত্তিতে আগামী ২০ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে বোর্ডের নজরে আনার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১০। এই নির্দেশিকা মাঠ পর্যায়ের ভ্যাট ও কাস্টমস কর্মকর্তাদের ভ্যাট বিষয়ে বাজেটে গৃহীত প্রস্তাবনাসমূহ সহজে অনুধাবন করার লক্ষ্যে একটি দলিল মাত্র। সুতরাং আইন, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন ও সাধারণ আদেশের কোনো বিষয়, তথ্য বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকার কোনো বক্তব্যে/তথ্যে অসংগতি পরিলক্ষিত হলে সেক্ষেত্রে আইন, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন ও সাধারণ আদেশের বক্তব্য স্বাভাবিকভাবেই প্রধান্য পাবে। এ কারণে বিবেচ্য নির্দেশিকায় বর্ণিত বিষয়সমূহসহ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন ও সাধারণ আদেশসমূহ অভিনিবেশ সহকারে পাঠপূর্বক তা সহকর্মীদের নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে জানিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১১। এই নির্দেশনার কোন অসংগতির ক্ষেত্রে জারিকৃত অর্থ বিল, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপন ও আদেশসমূহ অনুসরণীয় হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,
স্বাক্ষরিত/-
[হাছান মুহম্মদ তারেক রিকাবদার]
প্রথম সচিব (মূসক-নীতি)
ফোনঃ ৮৩৯২৩০২।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, জীবন বীমা ভবন, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।

২-১৩। কমিশনার, শুল্ক, আবগারী ও মূসক কমিশনারেট, ঢাকা(দক্ষিণ)/ঢাকা(উত্তর)/ঢাকা(পূর্ব)/ঢাকা(পশ্চিম)/ চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/খুলনা/যশোর/রাজশাহী/রংপুর/সিলেট/বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূসক, ঢাকা।

১৪-১৫। মহাপরিচালক, নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর মূসক, ঢাকা/শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর, ঢাকা।

১৬। মহাপরিচালক, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমী, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

১৭-২০। কমিশনার, শুল্ক, আবগারী ও মূসক (আপীল), চট্টগ্রাম/ ঢাকা-১/ঢাকা-২/খুলনা।

নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৬.০০৪.১৯/১৮৬ তারিখঃ ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/০১ জুন,২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ

১। মহাপরিচালক, শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
২-৭। কমিশনার, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম/ঢাকা/মংলা/বেনাপোল/আইসিডি/কমলাপুর, ঢাকা/ পানগাঁও/মুন্সিগঞ্জ।
৮-৯। কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা/চট্টগ্রাম।
১০। কমিশনার, শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত/-

[মোঃ তারেক হাসান]
দ্বিতীয় সচিব (মূসক আইন ও বিধি)
E-mail: tariqcsdu2131@yahoo.co